International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No.32-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023. 32-55

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন: হুগলী জেলার এক গৌরবময় অধ্যায়

পৌলমী চক্রবর্ত্তী

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:
Tarakeswar is a famous Dashanami Shaivite pilgrimage site located at latitude 20°53'N and longitude 88°4'E in Sadar subdivision of Hooghly district of West Bengal. Practicing unrighteous act under the guise of religion is not new in various pilgrimage sites in India and the temple of Tarakeswar was no exception. It became hot-bed of Mohunt's lust and greed. For a long time there were many allegations against Mohunt like forcible extortion of money from the pilgrims and torturing them if they could not pay, using the huge property belonging to the temple for his personal needs, indifference to the comfort and convenience of pilgrims, his behavior with inhabitants of Tarakeswar and it's surrounding areas like an authoritarian zamindar. Moreover Mohunt's salacious character added fuel to the fire in the mobilization of the movement. Against this Tarakeswar Satyagraha was started first under leadership of Swami Viswananda and Sacchidananda and later under Chittaranjan Das. Reasons behind the Satyagraha, different steps and ways adopted by Satyagrahis, participation of all-Indian leaders and common people, ultimate result of the movement - are discussed in the present article.
Keywords: Satyagraha, Mohunt, Plaintiffs, Dharmasala, Gurkhas, Colossal hoax, Khaddar.

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকাররক্ষার সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম তাঁর নিজস্ব দর্শন ও অহিংস আন্দোলনের হাতিয়ার সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যাগ্রহ হল অহিংসভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন।[১] গান্ধীজীর কথায়, “It's root meaning is “holding on to truth”; hence Truth force. I have also called it Love force or Soul- force.”[২] তিনি মনে করতেন সত্যাগ্রহের আদর্শকে তখনই যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যাবে যখন নতুন নতুন ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হবে। “It is used not merely in fighting the Government, but we find it being applied within the family and the caste as well.”[৩] শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধেই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের দাবীতে গড়ে ওঠা পাঞ্জাবের আকালি আন্দোলনে ও বাংলায় তারকেশ্বর মঠের মোহন্তদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সত্যাগ্রহের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছিল।[৪]

মোহন্ত হলেন তারকেশ্বর মঠের প্রধান পুরোহিত এবং দেবতার বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনার প্রধান অধ্যক্ষ।[৫] মোহন্তকে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানী ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে হত। মোহন্তের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান শিষ্য হতেন পরবর্তী মোহন্ত। প্রথম মোহন্ত মায়াগিরি সহ মোট ২৫জন মোহন্তের নামের তালিকা পাওয়া যায়, যেখানে সর্বশেষ দুই মোহন্ত হলেন যথাক্রমে মাধবচন্দ্র গিরি ও সতীশচন্দ্র গিরি।[৬] মাধব গিরির আমলে জলাশয় খনন, ধর্মশালা,শৌচাগার, চতুষ্পাঠী নির্মাণের মত জনকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি ১৮৭৩ সালে সংঘটিত এলোকেশীর লজ্জাজনক ঘটনা সারা বাংলাকে আলোড়িত করেছিল এবং ১৯২৪ সালের সত্যাগ্রহে মোহন্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষের অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করেছিল।[৭]

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ বিভিন্ন দিক থেকে অভিনবত্বের দাবী রাখে। প্রথমত, এটি বাংলার প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, মোহন্তের অত্যাচার, দুর্নীতির হাত থেকে তারকেশ্বর মন্দিরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলন গড়ে উঠলেও সময়ের সাথে-সাথে ঔপনিবেশিক শক্তি বিরোধী আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল, যেখানে মোহন্ত ও বৃটিশ সরকার সমার্থক হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে তারকেশ্বরের স্থানীয় মানুষ,তীর্থযাত্রীরা হয়ে ওঠেন অত্যাচারিত ভারতবাসীর প্রতিমূর্তি। তৃতীয়ত, এটি হিন্দুমন্দির সংস্কারের আন্দোলন হলেও মুসলমানরাও আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেননি। আন্দোলন চলাকালীন হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ববোধ ছিল লক্ষণীয়।

মাধবচন্দ্র গিরির পর ১৮৯৩ সালে সতীশচন্দ্র গিরি মোহন্তপদে বসেন। তিনি জমিদারের মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি হন। তার আমলে সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায়ই তারকেশ্বরে আসতেন। মোহন্তের নিয়ন্ত্রণে দুই প্রকারের সম্পত্তি ছিল-দেবোত্তর সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মোহন্তের নিজস্ব সম্পত্তি।[৮] মন্দির,জমিদারী পরিচালনায় কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও, তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দা ও তীর্থযাত্রীদের অভিযোগ ছিল প্রচুর। বেলাগাম ক্ষমতা, কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে তিনি এমন জীবনযাপন করতেন যা সন্ন্যাস আশ্রমের পরিপন্থী।

মোহন্তের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগুলি ছিল- মোহন্তের চরিত্রদোষ ছিল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল তীর্থযাত্রীকে বিগ্রহ দর্শনের জন্য ভিজে কাপড়ে মোহন্তের গদিতে গিয়ে অনুমতি নিতে হত যা মহিলাদের জন্য অস্বস্তিকর, মন্দিরের দরজায় প্রবেশমূল্য দিলে তবেই বিগ্রহ দর্শন করা যেত, ভোগ-প্রসাদ পাওয়ার জন্য গদিতে ৫ টাকা জমা দিতে হত, তীর্থযাত্রীদের বিগ্রহ দর্শন করানোর অধিকার বার্ষিক ৪৫০০ টাকায় ঠিকাদারদের বিক্রয় করা হত যারা যাত্রীদের ওপর জুলুম করে সেই টাকা উশুল করতেন, মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণ সংস্কারের কোন উদ্যোগ ছিল না, মোহন্তের কর্মচারীরা পুণ্যার্থীদের থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করতেন, মহিলা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না, পুণ্যার্থীদের জন্য যাত্রীনিবাস থাকলেও সেখানে ধনীব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষ থাকতে পারতেন না, যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার প্রতি মন্দির কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত উদাসীন ছিল, মানসিক উপলক্ষ্যে মাথা মুন্ডনের জন্য মোহন্তের গদিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিলে যাত্রীদের কপালে চিহ্ন দেওয়া হত যা দেখে তবেই নাপিত চুল কাটতেন।[৯]

১৯২৪ সালের প্রথমদিকে বিজ্ঞাপনের আকারে মোহন্তের কিছু কুকীর্তির কথা সাধারণ মানুষকে জানানো হয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি হল- এক ভদ্রলোক সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে তারকনাথের দর্শন করতে এলে মোহন্ত তাদের নিজের বাড়িতেই রাত্রিযাপনের অনুমতি দেন। রাত্রিবেলা স্বামীর অনুপস্থিতিতে মোহন্ত

ভদ্রমহিলাকে কুপ্রস্তাব দিলে তিনি ভয়ে, লজ্জায় কোনক্রমে নিকটবর্তী রেলস্টেশানে পালিয়ে আসেন। মোহন্তের দারোয়ান সেখানে এসে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও একজন রেলকর্মী ও কুলিমজুরদের তৎপরতায় কৃতকার্য হতে পারেনি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল- একজন মাড়ওয়ারী সুন্দরী যুবতী নিজেকে বাঁচানোর জন্য মোহন্তের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিলেও স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পান।[১০]

প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ তাঁর আত্মজীবনী "কষ্টকল্পিত"তে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "আগে তারকেশ্বরের মোহন্ত মন্দির এবং তারকেশ্বর স্টেটের সর্বেসর্বা ছিলেন। মন্দিরের যা কিছু আয় এবং স্টেট থেকে যা আদায় হত, সবেরই তিনি কর্তা ছিলেন। মন্দিরের আয় অনেক ছিল, তার বিশেষ কোন হিসেব প্রকাশ করা হত না। 'তারকনাথ' যে জমিদারির মালিক ছিলেন, তারও আয়-ব্যয়ের হিসেব বিশেষ থাকত না। মোহন্ত সম্বন্ধে অনেক রটনা ছিল, তবে বেশিরভাগই অপবাদ। তীর্থযাত্রীদের ওপর অযথা নির্যাতন, জমিদারিতে অত্যাচার-এসব তো ছিলই; এছাড়াও চারিত্রিক অপবাদও প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। সে একটা বিভীষিকার রাজত্ব।"[১১]

মোহন্তের এইসব অন্যায় কাজের প্রধান সহায়ক ছিল তার নিজস্ব গুন্ডা ও লেঠেল বাহিনী, যার নাম বীরভদ্র দল। মোহন্তের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আন্দোলনের কথা বলেছিলেন নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপাল বিদ্যালয়ের সম্পাদক ধরানাথ ভট্টাচার্য। তাদের উৎসাহ দেন আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র দাশ।[১২] উত্তর-পূর্ব ভারতের আকালি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী দুই পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দ তাদের সাথে যোগ দেন।[১৩] বীরভদ্র দলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে সত্যাগ্রহীদের সংগঠন মহাবীর দল, যার প্রতিষ্ঠাতা- স্বামী বিশ্বানন্দ, সর্বাধিনায়ক- সচ্চিদানন্দ, সম্পাদক- মাখনলাল রায়, সহকারী সম্পাদক- দুর্গা সিং ও কালীকৃষ্ণ ঘোষ।[১৪]

সিপাহী বিদ্রোহের আগে ব্যারাকপুরের সামরিক বিভাগের ব্রাহ্মণ সেনাদের স্থাপিত মন্দির ইংরেজ সেনারা ঘোড়দৌড়ের জন্য ভাঙতে গেলে আন্দোলন শুরু হয়। স্বামী বিশ্বানন্দ, সচ্চিদানন্দ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাবীর দল গঠন করে আন্দোলনে যোগ দেন ও সফল হন। এই সূত্র ধরেই তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহীদের সংগঠনের নাম হয় মহাবীর দল।[১৫]

স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের নেতৃত্বে মহাবীর দল ১৯২৪ সালের শিবরাত্রির সময় সত্যাগ্রহ শুরুর পরিকল্পনা করেছিল। আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচ্চিদানন্দ জানান- মোহন্তকে সরিয়ে সব সম্পত্তি একটি ট্রাস্টের অধীনে আনা হবে, মন্দির পরিচালনার জন্য হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানী ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে, মন্দির থেকে প্রাপ্ত অর্থের ১০% মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণে, ১০% মোহন্তের আজীবন ভর ভরণপোষণে ও বাকী অংশ পূজা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হবে, মন্দিরের সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৭৫% এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূলকরণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থার মত জনকল্যাণমূলক কাজে ও অবশিষ্ট অর্থ ভবিষ্যতের জন্য তহবিলে জমা রাখা হবে, মোহন্তের কাছে থাকা লক্ষাধিক টাকার অলংকার ও মূল্যবান সম্পদ ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে প্রাপ্ত অর্থ মন্দির কমিটির পরামর্শ অনুসারে ব্যয় করা হবে।[১৬]

পাশাপাশি সচ্চিদানন্দ পত্র মারফত প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ শুরুর জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (B.P.C.C) সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। "হিন্দুমন্দির সংস্কারের উদ্দেশ্যে আমরা তারকেশ্বরে শিবরাত্রির দিন একটি সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুরু করতে চলেছি। কিন্তু আকালিজাঠা সংক্রান্ত

গান্ধীজীর পত্রের পর আপনার সম্মতি ছাড়া আন্দোলন শুরুর ব্যাপারে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। তারকেশ্বরে প্রত্যহ যে সত্যাগ্রহীদের জাঠা পাঠান হবে তা শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অহিংস হলেও, মোহন্ত, তাঁর অনুগামী বা আইনের রক্ষক সরকার সর্বদাই যে অহিংস পথ অবলম্বন করবেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।”[১৭]

অন্যদিকে বিশ্বানন্দ আসন্ন সত্যাগ্রহের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তারকেশ্বরে স্থাপিত মহাবীর দলের কার্যালয়ের দায়িত্ব মাখনলাল রায় ও সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুজন স্বেচ্ছাসেবককে দেওয়া হয়, যেখানে সাধারণ মানুষ মোহন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারতেন। কোলকাতার আত্মোন্নতি সমিতির ১২৫ জন সদস্য তারকেশ্বরে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশন ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে মহাবীর দল মোহন্তের অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করতেন।[১৮] স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বদা অহিংস থাকতে এবং তীর্থযাত্রীরা যাতে মোহন্তের অনুচরদের দ্বারা অত্যাচারিত না হয় সেবিষয়ে সজাগ থাকতে বলা হয়।[১৯]

৩রা এপ্রিল বিশ্বানন্দ বেনারস হিন্দুসভার সভাপতিকে লেখা চিঠিতে মোহন্তের কুকীর্তির কথা, আসন্ন সত্যাগ্রহের কথা জানিয়ে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করে বলেন-“Recent occurrences at Tarakeswar in Bengal, deserve public notice and enquiry. The Hindus have organised an Association (Mahabir Dal) who are intending to start Satyagraha at Tarakeswar.

Under the above circumstances and in face of these horrors at a sacred place like Tarakeswar, should the Hindu Mahasabha be so callously indifferent as to remain silent? If the Mahasabha represents the Hindus all over India and is a living organisation, it is not at all advisable on the part of the Mahasabha to act as a deadbody...”[২০]

অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবকরা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে লিফলেট বিলির মাধ্যমে মহাবীর দলের অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানাতে বলেন ও সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ৭ই এপ্রিল বাজার এলাকায় লিফলেট বিলি নিয়ে মহাবীর দল ও মোহন্তের লোকজনের মধ্যে অশান্তি হয়। স্বামী বিশ্বানন্দ জানান-“৭ তারিখে আমাদের দুই-তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে লিফলেট বিলির সময় মোহন্তের দারোয়ান আক্রমণ করে। এরপরই ২০জন লাঠিয়াল ও ৬ জন তরোয়ালধারী বিভিন্ন স্থানে টহল দিতে থাকেন। শোনা যায় মোহন্ত তাদের আমার গর্দান নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। দুজন পুলিশকে দারোগা আমার সাথেই থাকতে বলেছিলেন। মোহন্তের চেলার কাছে এই লাঠি ও তরোয়ালধারীরা হুকুম চাইলে আমি তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের না মেরে আমার মাথা কেটে নিতে বলি। ইতিমধ্যে চেলা তাদের তরোয়াল কেড়ে নেয় এবং পুলিশ আসতে দেখে লাঠিয়ালরা পালায়।...”[২১]

পরদিন টেলিগ্রাম মারফত বিশ্বানন্দ ঘটনাটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে জানান। অন্যদিকে মোহন্তও ম্যাজিস্ট্রেটকে মহাবীর দলের কার্যকলাপের জন্য তারকেশ্বরে পুনরায় অশান্তির সম্ভবনা আছে জানান।[২২] হুগলীর জেলাশাসক, শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক, পুলিশসুপার তারকেশ্বরে এসে শান্তি রক্ষার্থে ২৫জন মিলিটারি ও ১০০জন কনস্টেবল মোতায়েন করেন।[২৩] উক্ত ঘটনায় খুবলাল সিং, বটুক রায়, যদু দুবে নামক মোহন্তের তিনজন অনুচরকে গ্রেফতার করা হয়।[২৪]

৮ই এপ্রিল B.P.C.C র সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রমুখদের নিয়ে গঠিত এক তদন্ত কমিটি তারকেশ্বরে আসেন। মহাবীর দলের তরফে বিশ্বানন্দ তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। মোহন্ত নিজে না এলেও তার প্রধান চেলা দেশবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তদন্ত চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে 'বন্দেমাতরম', 'গান্ধী মহারাজের জয়' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকেন। তদন্ত কমিটি হুগলীর কংগ্রেস কমিটিকে আসন্ন গাজন উৎসবে আগত পুণ্যার্থীদের দেখাশোনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়।[২৫] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ তদন্ত কমিটির সামনে তাদের অভাব-অভিযোগ জানান,যাদের মধ্যে ৪৩ জন ভদ্রমহিলা ও মোহন্তের কিছু কর্মচারীও ছিলেন।[২৬]

এইদিনই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তারকেশ্বরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এলে মোহন্তের অনুচরেরা জানান মোহন্ত তীর্থযাত্রীদের ভাবাবেগে আঘাত করার মত কোন কাজ করেননি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের লিফলেটে প্রকাশিত সব অভিযোগই মিথ্যা। অন্যদিকে বিশ্বানন্দ মোহন্তের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ জানিয়ে বলেন তাঁরা যেকোন মূল্যেই এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তারকেশ্বরের পরিস্থিতি সম্পর্কে Forward পত্রিকায় লেখা হয় "Exhaustive enquiries made on the spot show that the feelings at Tarakeswar are running very high and a disturbance might take place at any moment."[২৭] 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয় "তীর্থস্থানসকলে যাত্রীদের নানা অসুবিধা ও তাহাদের উপর নানা অত্যাচার হয়। তাহা দূর করিবার জন্য স্বামী বিশ্বানন্দ মহাবীর দল গঠন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। মহান্ত ও পান্ডাদের সুশিক্ষার বন্দোবস্তও চাই।"[২৮]

B.P.C.C র সম্পাদক সুভাষচন্দ্র তারকেশ্বর সম্পর্কে বলেন- যেহেতু তারকেশ্বর বাংলা তথা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র, তাই তারকেশ্বরের সমস্যাও সর্বভারতীয়। মোহন্তের সৃষ্ট সন্ত্রাসের কারণেই তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। তারকেশ্বরের সমস্যাগুলি হল দ্বিমুখী সমস্যা (Twofold problem),যার মধ্যে যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতি উদাসীনতা, অন্যায়ভাবে যাত্রীদের থেকে অর্থআদায় ইত্যাদির আশু সমাধান প্রয়োজন। অন্যদিকে মন্দিরের সম্পত্তির আসল মালিকানা কার, মোহন্তের প্রকৃত কর্তব্য কি ইত্যাদির মীমাংসা সময়সাপেক্ষ। হিন্দুসভার প্রগতিশীল সদস্যরা (progressive section in the Hindu Sabha) তারকেশ্বর সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী না হলে B.P.C.C -র এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন।[২৯]

মহাবীর দল ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যোগে নির্বিঘ্নে গাজন-উৎসব সম্পন্ন হয়। কংগ্রেস কমিটির তরফে অমরেন্দ্রনাথ বসু, ধরানাথ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[৩০] মহাবীর দলের পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, উত্তর কোলকাতা,মধ্য কোলকাতা,কালীঘাট, হাওড়া, শ্রীরামপুর, হরিপালের কংগ্রেস কমিটি, উত্তরপাড়া মহামিলন সমিতি, হাওড়ার হিন্দু ধর্মরক্ষা সমিতির মত স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিলেন।[৩১] উৎসব চলাকালীন মন্দির সম্পূর্ণভাবে মহাবীর দলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মোহন্তের নিজস্ব পুরোহিতদের সাথে B.P.C.C -র ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি ধরানাথ ভট্টাচার্য গর্ভগৃহে থাকায় পুরোহিতরা বেআইনীভাবে অর্থ আদায়ের সুযোগ পাননি। মহাবীর দল মুন্ডন কর, দরজায় প্রবেশমূল্য দান, মোহন্তের গদিতে প্রণামী দান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্নে পূজাদানের অধিকাররক্ষার উদ্দেশ্যে মহাবীর দলের আন্দোলন সাময়িকভাবে সফল হয়।[৩২] ১৩ই এপ্রিল রাতে মোহন্ত কয়েকজন অনুচরসহ তারকেশ্বর ত্যাগ করেন।[৩৩]

বড়বাজার হিন্দুসভার তরফে নিযুক্ত সাতজন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়- মোহন্ত তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রী, দোকানদার, স্থানীয়দের থেকে অবৈধভাবে অর্থআদায়ের পাশাপাশি মন্দিরে পূজাদানের অধিকারেও হস্তক্ষেপ করেন, মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্টের চেষ্টাও হয়, প্রায় ৩০০-৪০০ পতিতা স্ত্রীলোককে এই পবিত্র স্থানে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[৩৪] 'প্রবাসী' পত্রিকায় এপ্রসঙ্গে বলা হয়, "...ক্রমে এখানে "আনন্দবাজার" বলিয়া একটি পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে- এই পল্লীতে সাড়ে চারিশত বেশ্যা বাস করে। এখানে এত বেশ্যা রাখিবার কারণ শুনিলাম এই যে ইহাতে যাত্রীসংখ্যা খুব বেশী হয়। ... বহু ভদ্রগৃহস্থের কন্যা ও কুলবধূ এই তীর্থস্থানে আসিয়া আর ফিরিতে পারে নাই। দুর্ব্বৃত্তদের ছলে-বলে-কৌশলে এখানে জাতি-কুল-মান হারাইয়া শেষে দুইমুঠা উদরান্ন ও একটু আশ্রয়ের জন্য এখানে চিরজীবন বেশ্যা হইয়াই রহিয়াছে।..."[৩৫]

বিশ্বানন্দ বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার, হুগলীর জেলাশাসকে জানান, সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির কোন পদক্ষেপ না নিলে সত্যাগ্রহের মত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct action) অবশ্যম্ভাবী।[৩৬] ২১তারিখ মহাবীর দলের সম্পাদক টেলিগ্রাম মারফত জানান খুব শীঘ্রই সচ্চিদানন্দকে গ্রেফতার করা হতে পারে এবং ধর্ম ও সত্যরক্ষার্থে তাতেও তিনি রাজী।[৩৭] ২৩শে এপ্রিল বিডন স্কোয়ারের এক সভায় কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির ভাষণে বলেন, মোহন্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির একটিও সত্য হলে প্রত্যেক হিন্দুর আশু কর্তব্য হবে তাকে গদিচ্যুত করা। উপস্থিত জটাধারী সিং নামক ব্যক্তি জানান তাঁর পূর্বপুরুষরা তারকেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ও তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য মন্দির সংলগ্ন সম্পত্তি দিয়েছিলেন,যা দিয়ে বর্তমান মোহন্ত নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করছেন। বিশ্বানন্দ উপস্থিত জনতাকে জানান সত্যাগ্রহের মাধ্যমে মন্দির দখল করা হবে এবং একটি কমিটি বাংলার সকল তীর্থক্ষেত্রগুলির দায়িত্ব নেবে।[৩৮]

অন্যদিকে মোহন্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১২ই মার্চ তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত মোহন্তদের সম্মেলনে স্থির হয় মহাবীর দল স্থানীয় মানুষদের সাথে মিলিতভাবে যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে তাকে প্রতিহত করতে হবে ও তারজন্য খরচবাবদ বুদ্ধগয়ার মোহন্ত ৮০হাজার, তারকেশ্বরের মোহন্ত ৮০হাজার, অন্যান্য মোহন্তরা ৪০হাজার টাকা দিতে সম্মত হন।[৩৯] মহাবীর দলের কার্যকলাপ বন্ধ করতে মোহন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে আসেন। কাশী থেকে অভয়ানন্দ সন্ন্যাসী ২৫-৩০ জন গুন্ডাসহ মোহন্তকে সাহায্য করতে আসেন। হরিদ্বার থেকে আগত ৪০-৪৫ জন নাগা সন্ন্যাসী মোহন্তের বাড়িতে আশ্রয় নেন ও মহাবীর দলের সাথে অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকেন।[৪০]

মোহন্ত জেলাশাসককে লেখা একটি চিঠিতে মহাবীর দল বিশেষত বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের কার্যকলাপকে তারকেশ্বরের অশান্তির মূল কারণ হিসাবে বর্ণনা করেন। সেইসাথে একটি আলোচনাসভা আহ্বানের প্রস্তাব দেন যেখানে জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব বলে জানান। এই মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে কিছুব্যক্তি মোহন্তের মনোনীত, সমসংখ্যক ব্যক্তি স্বামী বিশ্বানন্দের মনোনীত, বাকীরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। সেইসাথে তিনি জানান মন্দির জনগণের সম্পত্তি নয়, তাই মন্দির পরিচালনায় হস্তক্ষেপের কোন অধিকার জনগণের নেই।[৪১]

মহাবীর দল ও মোহন্তের অনুচরদের মধ্যে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের পালা চলতে থাকে। শশধর মুখার্জী নামক মোহন্তের দেওয়ান, সচ্চিদানন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে গদিতে যেতে বাধা

দেওয়ার অভিযোগ করেন। দেবীশরণ মিশ্র মোহন্তের অনুচরদের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ করেন।[৪২] বিশ্বানন্দ জানান B.P.C.C পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর সত্যাগ্রহের অনুমতি দিলে মহাবীর দলের ১০,০০০ সদস্য সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হবেন, পাশাপাশি মা-বোনেদের সম্মানরক্ষার্থে প্রত্যেক হিন্দুরও এতে যোগ দেওয়া উচিত।[৪৩]

কোলকাতায় সাংবাদিক সমিতির বৈঠকে পীযূষকান্তি ঘোষ বলেন মোহন্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি তদন্তের পরই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তদন্তের প্রস্তাবকে অপ্রয়োজনীয় বলেন, কারণ ইতিমধ্যেই B.P.C.C.-র তদন্তে অভিযোগগুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, তাই তাদের উচিত মহাবীর দলকে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সাহায্য প্রদান। মৃণালকান্তি বসু জানান একজন সরকারী কর্মচারী তাঁকে এক চিঠিতে মোহন্তের অত্যাচারের ভয়াবহ বর্ণনাদানের পাশাপাশি মোহন্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।[৪৪]

ইতিমধ্যে গুজব রটে দেশবন্ধু ২লক্ষ টাকার বিনিময়ে মোহন্তের সাথে এক রফা করেছেন। এপ্রসঙ্গে বিশ্বানন্দ জানান এই সমঝোতার কারণে কারোর কোন ক্ষতি হলে মহাবীর দল তার দায় নেবে না।[৪৫] ২৭শে এপ্রিল হুগলীর ভিক্টোরিয়া হলে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের এক সভায় পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী, জটাধারী সিংহরায়, গীস্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখদের উপস্থিতিতে তীর্থযাত্রীদের অভিযোগের তদন্ত করা, মন্দিরের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪৬] অন্যদিকে 'Forward' পত্রিকার সম্পাদকে লেখা সনাতন ধর্মসভার উপসভাপতির চিঠি থেকে জানা যায় মোহন্ত বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে মন্দিরের পরিচালনার বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের আবেদন জানিয়েছেন।[৪৭]

২৯ তারিখে সচ্চিদানন্দ ও দুজন স্বেচ্ছাসেবক-ভোলানাথ গুপ্ত, আশু ব্যানার্জীকে ভোগ বিতরণের সময় ৩৭৯ ও ১৪৭ ধারায় গ্রেফতার করা হলেও পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩রা মে ৫জন স্বেচ্ছাসেবক-গণেশ বসু, ধীরেন মুখার্জী, সুবীর ঘোষ, জিতেন সেনগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষকে চুরি ও বেআইনী সমাবেশের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মন্দির থেকে মোহন্তের গদিতে ভোগ নিয়ে যাওয়ার সময় বলপূর্বক ভোগ লুঠের অভিযোগ ছিল। অভিযুক্তরা জেরায় তাদের আসল নাম বললেও, বাবার নাম 'তারকেশ্বর জীউ' ও নিবাস তারকেশ্বর বলেন ও জামিনে মুক্তি পেলেও তারা 'হাজতে'ই থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিন বাতিলের আর্জি জানালে সচ্চিদানন্দ ও দুজন স্বেচ্ছাসেবককেও হাজতে বন্দী করা হয়।[৪৮]

৫ তারিখ বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের মোহন্তের ম্যানেজারের সাথে মীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৬ তারিখে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরহরি সোম, নরেন্দ্রলাল চৌধুরীরা তারকেশ্বরে আসেন ও নগেন্দ্রনাথবাবুর ইচ্ছায় তাকে মহাবীর দলের তারকেশ্বর অফিসের সব দায়িত্বভার দেওয়া হয়।[৪৯] দেশবন্ধু মোহন্তের ম্যানেজার ও সচ্চিদানন্দকে টেলিগ্রাম করে উভয় পক্ষকে সংযত থাকার নির্দেশ দেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন তারকেশ্বরের মানুষদের ও মোহন্তের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্যদানকারীদের পক্ষে ক্ষতিকর, মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য বিপদজনক কোন সমঝোতার অংশীদার তিনি কখনোই হবেন না।[৫০] ১৪ তারিখ B.P.C.C ও ঘোষণা করে খুব শীঘ্রই তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।[৫১]

বাজারের বিক্রেতারা মোহন্তদের ইজারাদারদের দাবীমত চড়াহারে শুল্ক দিতে না পারলে তাদের গবাদি পশু ও মালপত্র আটক করা হত। ১৬ তারিখ এইরকমই অভিযোগ পেয়ে সচ্চিদানন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকরা বাজারে গিয়ে ইজারাদারদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে লাঠি ও কুকরিধারী কয়েকজন গোর্খা ও ভিনদেশী লোক তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে স্বামীজীকে প্রহার করতে করতে ধর্মশালার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সত্যচরণ ব্যানার্জী আহত হন। দাবানলের মত স্বামীজীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে।ইন্সপেক্টর ইন্দুভূষণবাবু অকুস্থলে পৌঁছন ও সশস্ত্র গোর্খাদের থেকে কোনক্রমে রক্ষা পান।ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর.এন.চ্যাটার্জীর নির্দেশে পুলিশ ধর্মশালার দরজা ভেঙে সচ্চিদানন্দকে উদ্ধার করেন ও ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তদের শ্রীরামপুরে পাঠাতে স্টেশনে আনলে দুহাজার লোক মোহন্তের চেলাকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও মোহন্তের প্রাসাদ খানা-তল্লাশির দাবিতে রেললাইনে অবরোধ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক জনসভায় আগামী ২০তারিখ সত্যাগ্রহ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি জনগণকে অহিংস পথে থাকতে বলা হয়।[৫২]

অন্যদিকে হিন্দু টেম্পল রিফর্ম লীগের সেক্রেটারি জনৈক সুবোধকৃষ্ণ বসু গান্ধীজীকে টেলিগ্রামে জানান "দেশবন্ধুর তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের কর্মসূচি ঘোষণার পরেরদিন সকালেই তারকেশ্বরে হিংসার ঘটনা ঘটেছে।সত্যাগ্রহীরা মোহন্তের বসতবাড়ির কাছে গিয়ে হামলা করায় সেখানে একজন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, সনাতনী হিন্দুসভার স্বামী অভেদানন্দ এবং মহাবীর দলের স্বামী সচ্চিদানন্দ গুরুতর আহত হন। এছাড়া যথেচ্ছ লুঠপাট, পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি এবং মোহন্তের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়াও চলতে থাকে।বোধহয় ব্যাপারটা চৌরীচৌরার পুনরাবৃত্তি ঘটার দিকে এগোচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্বস্ত সংস্থার অতি দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি।" পরে জানা যায় সুবোধকৃষ্ণবাবু ছিলেন মোহন্তের এজেন্ট। আনন্দবাজার পত্রিকার তরফে মাখনলাল সেন গান্ধীজীকে জনগণ অহিংস পথেই আছে বলে আশ্বাস দেন।[৫৩]

দেশবন্ধু ও ধরানাথ ভট্টাচার্য নজরুল ইসলামকে তারকেশ্বরের কথা জনগণের কাছে প্রচারের দায়িত্ব দিলে তিনি রচনা করেন মোহ-অন্তের গান, যার প্রথম কিছু লাইন হল-

"জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ড বঙ্গবাসী। / ঐ ডুবালো পাপ চন্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী। / জাগো বঙ্গবাসী।" নজরুল হুগলী তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গানটি গেয়ে মোহন্তের অত্যাচারের কথা প্রচার করতেন। কথিত আছে এই গান শুনে লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যাগ্রহীদের পক্ষাবলম্বন করেন।[৫৪]

মোহন্ত ইতিমধ্যে আদালতে জানান তাঁর অনুপস্থিতিতে মন্দির অরক্ষিত, তাই শীঘ্রই একজন রিসিভার নিয়োগ প্রয়োজন। ১৭ই মে হুগলী জেলার আদালত অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ শ্যামাচরণ ব্যানার্জীকে মাসিক ৩০০টাকায় তারকেশ্বরের রিসিভার নিয়োগ করে এবং আদালত থেকে রাস্তায় রাস্তায় একথা প্রচার করা হয়। ১৮তারিখ সন্ধ্যাবেলায় রিসিভার পুলিশ সহ মন্দিরের দখল নিতে গেলে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হন, যেখানে শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর নেতৃত্বে মহিলারাও অংশ নেন এবং কুমারী, প্রমিলা, গৌরীবালা, প্রসাদী, রাজুবালা, জ্ঞানদা দেবী প্রমুখরা আহত হন।[৫৫] জেলা জজের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে রিসিভার জানান কংগ্রেস ও মহাবীর দলের দখলে থাকায় তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেননি এবং বিগ্রহের গয়নার মত মূল্যবান সম্পদ চেলা প্রভাতচন্দ্র গিরির কাছে রাখার প্রস্তাব দেন।[৫৬]

বিশ্বানন্দ জানান, রিসিভারকে জনগণ নিয়োগ করবে, সরকার নয় এবং সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত থেকে তারা একচুলও সরবেন না। এপ্রসঙ্গে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়, “The main objective of the agitators is now the Mohunt's residence in which property of considerable value is believed to be stored. They at first demanded entry in order to be in a position to know if the Mohant removed and if the property which they claimed belonged to the temple. They next alleged that the residence was built with offerings received from the public and that the public therefore had a right of acess.”[৫৭]

‘ভারতী’ পত্রিকায় সরলাদেবী লেখেন, “তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ এখন যেরূপ ধারণ করিয়াছে, মোহন্তের বিরুদ্ধাচারণ ছাড়িয়া এখন যে কোর্টের নিযুক্ত রিসিভারের মুকাবিলা আরম্ভ করিয়াছে, সেবিষয়ে ধীরভাবে বিচার করার দরকার।

...এপর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতে মোহন্তের প্রতি পক্ষপাতই প্রকটিত হইয়াছে- সুতরাং গবর্ণমেন্টের বিত্তভোগী রিসিভারও সেই পদাঙ্ক অনুসরন করিয়া চলিবেন ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। রিসিভার মহাশয় পদার্পণ করিয়াই যেরূপ বিধিপ্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অন্যায়ের প্রশয়কারী উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়া, তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ অমূলক।”[৫৮]

১৮ তারিখ শ্রীরামপুরে শরৎ গোস্বামীর নেতৃত্বে এবং মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী, বরোদাপ্রসাদ দে, সত্যচরণ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখদের উপস্থিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় আসন্ন সত্যাগ্রহে অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোলকাতার মির্জাপুর পার্কের এক সভায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, হিন্দুমন্দিরগুলি থেকে অশুভ শক্তির বিনাশ ব্যতীত স্বরাজলাভ অসম্ভব। বড়বাজারে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার মিটিংয়ে তারকেশ্বরের বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পন্ডিত শঙ্কর নারায়ণ, শিবশেখরেশ্বর রাই, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পুরুষোত্তম রাই প্রমুখদের নিয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫৯]

২০শে মে সত্যাগ্রহের দিনস্থির হয়েছিল। এদিন সকালে কংগ্রেসের অনিলবরণ রায় ও শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জী হুগলীর জেলাশাসক, শ্রীরামপুরের S.D.O, বর্ধমানের কমিশনারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। জেলাশাসক সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার, রিসিভারকে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস রাজী হয়নি ও সত্যাগ্রহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ইন্সপেক্টর ইন্দুভূষণবাবু সহ বহু কনস্টেবলকে প্রাসাদের দরজায় মোতায়েনের পাশাপাশি আইনভঙ্গ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণেরও ঘোষণা করা হয়। প্রথম চারজন সত্যাগ্রহী-বানোয়ারীলাল মণ্ডল, শান্তিস্বরূপ ব্রহ্মচারী, বিভূতিভূষণ গোস্বামী, তিনকড়ি পাঠক সহ স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হন এবং পুলিশের নিষেধাজ্ঞা আগ্রাহ্য করে সত্যাগ্রহীরা প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়।[৬০]

অন্যদিকে জেলাশাসক বিশ্বানন্দকে ১২ঘন্টার মধ্যে শ্রীরামপুর মহকুমা ত্যাগের নির্দেশ দিলেও তা না মানায় ২১তারিখে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ট্রেনপথে তাকে হুগলী জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তারকেশ্বর স্টেশানে বহু মানুষ ভিড় করে ‘স্বামীজী-কি-জয়’ শ্লোগান দিতে থাকেন। এদিন বিকেলে লিলুয়ার রেল

কারখানার ১৫০জন কুলি তারকেশ্বরে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এক সভায় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনাদানের পাশাপাশি শান্ত থাকতে অনুরোধ করেন। প্রতিদলে চারজন করে চারদফায় মোট ১৬জন সত্যাগ্রহী গ্রেফতার হয়েছিলেন।[৬১]

পরদিন লিলুয়া থেকে আগত ২০০জন কুলিকে তারকেশ্বর স্টেশনে আটক করা হয়।দুপরবেলা লিলুয়ায় দুহাজার কুলি তারকেশ্বরে যাওয়ার জন্য স্টেশন কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করে আপ তারকেশ্বর লোকালে উঠলে ট্রেনটি বাতিল করা হয়। এরফলে উত্তেজিত জনতা রেললাইন অবরোধ করলে আপ ও ডাউন শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।তারকেশ্বরগামী সব ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল ঘোষনা করা হয়।[৬২]

গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে বলেন, "... But what I have said generally about Vaikom applies to Tarakeswar. There should be no force nor show of it for the purpose of taking possession. The rush of railwaymen and their blocking the progress of the train(if the facts reported are true) was not only not Satyagraha, but the blocking was, to say the least, discreditable. Not even a Mahant reported to be immoral may be summarily and forcibly dismissed from his possession.'[৬৩] সরলা দেবী বলেন,"লিলুয়া, হাওড়া, বালি, বেলুড় এমনকি ঝরিয়ার শ্রমিকদের মধ্যেও এই ধার্মিক উত্তেজনা যখন সংক্রামক হইবে, তখন উদ্বেল জনস্রোতকে ট্রেন বন্ধ করিয়াও রুখিতে পারিবেন না, জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেন্টের শাসন টিঁকিতে পারিবে না। সুতরাং এই সত্যাগ্রহে মোহন্তের পক্ষপাতিতার দ্বারা অনধিকার চর্চ্চা না করা গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞতার পরিচয় হইবে।"[৬৪]

শ্রীমতি সরলাদেবীর পুত্র দীপক সত্যাগ্রহে যোগদানে ইচ্ছুক হলেও তিনি নাবালক বলে কংগ্রেস তা অনুমোদন করেনি। এপ্রসঙ্গে সরলাদেবী বলেন, "মহাত্মাজী তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে নাবালকের যোগদানেরও বিরোধী। তারকেশ্বরের ধর্ম্মযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহে নিয়মবিরুদ্ধতাবশতঃ কংগ্রেস কমিটির সাহায্য না পাওয়ায় মহাত্মাজীর সম্মতির জন্য তার করিয়াও আমার পুত্র নিরাশ হইয়াছে। কিন্তু নাবালক প্রহ্লাদ সত্যাগ্রহী খেলোয়াড়ের রঙের টেক্কা। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহসম্বন্ধে কুটবিচারের খেলায় অনেক সময় এই তাসখানি ফেলিয়া বাজী জিতিয়াছেন। অথচ তারকেশ্বরে নাবালকের যোগদানে তার সম্মতি নাই, এই বিরোধী ভাবের নিষ্পত্তি করিয়া মহাবীর দল নাবালকদের গ্রহণ করা বা না করা যেন সাব্যস্ত করেন।"[৬৫]

দেশবন্ধু সংবাদমাধ্যমকে জানান, সরকার দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি গঠনে ইচ্ছুক, কিন্তু সরকার-মনোনীত সদস্যদের যেহেতু জনগণ মানবেন না তাই কংগ্রেসই কমিটির সদস্যদের মনোনীত করবে। জনগণ মোহন্তকে কোনও সম্পত্তি দিতে না চাইলেও শান্তিরক্ষার্থে তিনি দেবোত্তর সম্পত্তির থেকে আলাদা করে মোহন্তের নিজস্ব সম্পত্তি তাকেই ফিরিয়ে দিতে চান, তবে এর জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হবে মোহন্তের পদত্যাগ। অন্যদিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার ঘোষণা করে ধর্মসংক্রান্ত বিরোধে সরকার কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি,আজও করবে না। তারকেশ্বরের বিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসা কাম্য হলেও শান্তিভঙ্গের ঘটনা সরকার বরদাস্ত করবে না কারণ আইনী পথেই এইরকম বিরোধের মীমাংসা সম্ভব।[৬৬]

২৮শে মে সচ্চিদানন্দ এক সাক্ষাৎকারে হুমকির সুরে বলেন অবিলম্বে বিশ্বানন্দকে মুক্তি না দিলে সমগ্র তারকেশ্বর, নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা সত্যাগ্রহে যোগদান করবে। সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক

ছাত্রসম্মেলনের চেয়ারম্যানকে লেখা চিঠিতে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সম্মেলনে যোগদানে অপারগতার পাশাপাশি আয়োজকদের অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ জানান।[৬৭]

তারকেশ্বর সেবাসমিতির সদস্যরা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের জন্য যতীন্দ্রনাথ বসু-মল্লিক, মাখনলাল রায় প্রমুখদের পরিচালনায় লঙ্গরখানা বা সদাব্রত খুলেছিলেন,যেখানে প্রতিদিন তিনহাজার লোককে খাবার দেওয়া হত। গ্রামে গ্রামে সভা করে খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করা হত। তিনজন শিখ কোলকাতা থেকে এসে লঙ্গরখানা খুলতে চাইলে আন্দোলনকারীদের তরফে বলা হয় যেহেতু বাঙালীরা সত্যাগ্রহ পরিচালনা করছেন তাই তাঁরাই এই দায়িত্ব নেবেন।[৬৮] এছাড়াও ডাক্তার আশুতোষ দাসের তত্ত্বাবধানে দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয়। খদ্দরকে জনপ্রিয় করে তুলতে একটি বিভাগ খোলা হয় যেখানে খদ্দরের ধুতি,শাড়ি বিক্রি করা ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবকরা নানাস্থানে ঘুরে খদ্দর ব্যবহারের কথা প্রচার করতেন।[৬৯]

৩০শে মে দেশবন্ধু ও শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্ত তারকেশ্বরে আসেন। সচ্চিদানন্দের সাথে আলোচনার পর দেশবন্ধু জানান সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের পর তিনি সত্যাগ্রহের দায়িত্ব নেবেন। মোহন্তের প্রাসাদে অবস্থিত লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে পূজা দিতে গেলে কর্তব্যরত অফিসার তাকে বাধা দেন ও বলেন এটি মোহন্তের নিজস্ব সম্পত্তি। ক্ষুব্ধ দেশবন্ধু পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাংলার প্রতিটি হিন্দুর কর্তব্য এই সত্যাগ্রহকে সমর্থন করা।[৭০]

B.P.C.C কে সত্যাগ্রহে নেতৃত্বদানের আবেদন জানিয়ে ২০০০টি স্বাক্ষরসম্বলিত একটি দরখাস্ত সিরাজগঞ্জে পাঠান হয়। এই সম্মেলনে সত্যাগ্রহকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে স্থির হয় একটি হিন্দু প্রতিনিধিসভা মন্দিরের নিত্যপূজা, প্রাসাদ,দেবোত্তর সম্পত্তি সহ মোহন্তের নামে-বেনামে থাকা সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। সম্মেলন থেকে দুজন মুসলিম ও তিনজন মহিলাসহ মোট ৪০জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন।[৭১]

৬ই জুন দেশবন্ধু তারকেশ্বরে এসে প্রতাপচন্দ্র গুহরায়কে সত্যাগ্রহ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ, সম্পাদক- লালমোহন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ- মদনমোহন বর্মন, অনিলবরণ রায়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সদস্য- স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দ, ধরানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ।[৭২] বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস কমিটিগুলির পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল- B.P.C.C (38/1 সুকিয়া স্ট্রীট), বাগবাজার দর্জিপাড়া রাষ্ট্রসমিতি(62,শ্যামপুকুর স্ট্রীট), জোড়াবাগান রাষ্ট্রসমিতি(2,লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী লেন), সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাষ্ট্রসমিতি(1,লালবিহারী ঠাকুর লেন), সিমলা গড়পাড় রাষ্ট্রসমিতি(69,সিমলা স্ট্রীট), নর্থ ক্যালকাটা রাষ্ট্রসমিতি(42,বনমালী সরকার স্ট্রীট), সাউথ ক্যালকাটা রাষ্ট্রসমিতি(ভবানীপুর), হিন্দুসভার অফিস(10/1/1 সৈয়দ গ্যালি স্ট্রীট), বলদেওজী মন্দির(25,গ্রে স্ট্রীট)।[৭৩]

১০ই জুন বিকেলে এক বিশাল শোভাযাত্রা মোহন্তের প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হয় ও প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টার অপরাধে সচ্চিদানন্দ সহ ৯৯জন গ্রেফতার হন। একই কারণে সকালের দিকে ১২জনকে গ্রেফতার করায় মোট সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১১২, যারমধ্যে ৩৫জন মহিলা। পরদিন ভোগ-লুঠের মামলার শুনানির

জন্য সচ্চিদানন্দকে হুগলীর আদালতে আনা হয়। ৩৫জন মহিলাকে মুক্তি দেওয়া হলেও তারা সচ্চিদানন্দকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আদালতচত্বর ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই সন্তোষকুমারী দেবীও উপস্থিত হন। বিচার শেষে স্বামীজীকে জেল-হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত হয়। হাজতে নিয়ে যাওয়ার পথে বিশালসংখ্যক জনতা পুলিশকে বাধা দেয় ও মহিলা সত্যাগ্রহীরা স্বামীজীর সাথে তাদেরও গ্রেফতার করার দাবী জানাতে থাকেন। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় এবং হরিদাসী নামে একজন মহিলা আহত হন। সন্তোষকুমারী দেবী S.D.O.-র কাছে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তিনি বিকেল চারটে বেজে যাওয়ার অজুহাতে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন। এদিকে গন্ডগোল চলাকালীন সচ্চিদানন্দ অচেতন হয়ে পড়েন ও খবর রটে যায় স্বামীজী মারা গেছেন। উত্তেজিত জনতা অচেতন স্বামীজীকে কাঁধে করে নিকটবর্তী ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। পুলিশ অফিসার, কনস্টেবলরা তাদের অনুসরণ করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭৪]

পরদিন তারকেশ্বর সংস্কার সমিতির সদস্য শরৎচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীরামপুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে সন্তোষকুমারী দেবী মহিলা সত্যাগ্রহীদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনাদানের পাশাপাশি উপস্থিত জনতাকে সত্যাগ্রহে যোগদানের অনুরোধ করেন। সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ অহিংসার পথে থাকতে বলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তার পুত্রও আন্দোলনে যোগদান করবেন বলে জানান।[৭৫] সেইমত চিররঞ্জন দাশ ১৫তারিখ তারকেশ্বরে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দেন ও গ্রেফতার হন।[৭৬] ২তারিখ অল ইন্ডিয়া সাধু মহামন্ডলের সম্পাদক ব্রহ্মানন্দ ভারতী তারকেশ্বরে আসেন ও ১৮ই জুন ২৮জন স্বেচ্ছাসেবক সহ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হন। তিনি বলেন তারকেশ্বরের আন্দোলন যেহেতু একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন তাই সব হিন্দুর ধর্মরক্ষার জন্য এতে অংশ নেওয়া উচিত।[৭৭]

দেশবন্ধুর বারবার তারকেশ্বরে আসা ও সত্যাগ্রহকে সমর্থনজ্ঞাপন সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ৭ই জুন ভারতসরকারের চিফ সেক্রেটারী বাংলার সেক্রেটারীরকে এইসম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান,“C.R.Das's object in connection with Tarakeswar affair appears to be to make money out of the Mohant for political purposes and to appear as leader of Bengal but his claim to be a religious leader is by no means unquestioned.”[৭৮]

আই.বি.রিপোর্ট থেকে জানা যায় উত্তর কোলকাতার পতিতা মহিলারা সত্যাগ্রহের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।[৭৯] ২০শে জুন নোনাডাঙ্গা-শেওড়াফুলি নারী সমিতির কয়েকজন মহিলা সত্যাগ্রহে অংশ নিতে তারকেশ্বরে আসেন এবং বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে সংগৃহীত কিছুপরিমাণ অর্থ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দেন।[৮০] শেওড়াফুলির পতিতা মহিলারা তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে নানাস্থানে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে সত্যাগ্রহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন।[৮১] ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তারকেশ্বর বিদ্যাপীঠ নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার সব ব্যয়ভার বহন করতেন তারকেশ্বর সেবাসমিতি।[৮২]

‘কাজের লোক’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, “পাঠকগণ অত্যাচারী মহন্তের সমুদয় কীর্তি নিত্যই সংবাদপত্রসমূহে পড়িতেছেন। এখানে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। দলে দলে নরনারী সত্যাগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার হইতেছে। স্বামী সচ্চিতানন্দ এবং বিশ্বানন্দ উভয়েই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মন্দির এখনও কংগ্রেসের হস্তে সুবন্দোবস্তের সহিত চলিতেছে।...মোহন্ত বড়লোক, দেশের লোকে অর্থ এবং জনবল দিয়া সাহায্য

করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা করিতে যেন উদাসীন না থাকেন। বিশ্বানন্দ এবং সচ্চিতানন্দ বাঙ্গালার লোক নহেন,কিন্তু বাঙ্গালার দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে, বাঙ্গালী মহিলার ইজ্জৎ সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁহারা যাহা করিলেন, বাঙ্গালী তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম উজ্জাপন করিতে যদি উদাসীন হয়েন,তবে বাঙ্গালীর নামের অস্তিত্ব লোপ হওয়াই শ্রেয়। সুখের বিষয় বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে- দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থসাহায্যও আসিতেছে।...”[৮৩]

ব্রহ্মকুন্ড নামক স্থানে মহাত্মা হংসরাজের নেতৃত্বে হরিদ্বার নিবাসী হিন্দুদের এক সভায় তারকেশ্বরের মত ধর্মীয় বিষয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য কংগ্রেসের সমালোচনা করা হয়। সাধু মহামন্ডলের তরফে বলা হয়, তাদের সদস্য স্বামী বিশ্বানন্দ মহামন্ডলের সম্মতি নিয়েই সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তারা ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে তারকেশ্বরের পরিস্থিতি পর্যায়লোচনা করে দেখতে পাঠান। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ পরিচালনা থেকে সরে গেলে মহামন্ডল সেই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত।[৮৪]

গ্রেফতার হওয়া সত্যাগ্রহীদের বিভিন্ন জেলে রাখা হত এবং তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলত। বাঁকুড়ার জেলে ১৪জন সত্যাগ্রহীর ওপর অত্যাচারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। হুগলী জেলে বন্দী দক্ষিণেশ্বরের অন্নদা ঠাকুর সহ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক বন্দেমাতরম বলায় শাস্তিস্বরূপ বরাদ্দ খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়, যার প্রতিবাদে তাঁরা অনশন শুরু করেন।[৮৫] ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় বলা হয়, “...বাঁকুড়া ও আরকয়েকটি জেলে সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হইয়াছে।অন্য দুর্ব্যবহারও হইয়াছে। যাহারা প্রহার করিয়াছে এবং যাহাদের হুকুম করিয়াছে, তাহাদের কোন সাজা হইয়াছে বলিয়া কাগজে পড়ি নাই।...

কোন কোন জেলে সত্যাগ্রহীদিগকে কাঁকর ও পোকামিশ্রিত চালের ভাত এবং সিদ্ধভাতের মত স্বাদবিহীন তরকারী দেওয়া হয়।তাহাতে তাঁহারা প্রায়োপবেশন করিবেন, কিম্বা পীড়িত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কয়েদীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করায় গবর্ণমেন্টের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, কেবল বর্ব্বরতার অখ্যাত রটে।গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবার হুকুম দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু দুর্ব্যবহার বন্ধ করিবার যথেষ্ট উপায়ও অবলম্বিত হয় নাই।...”[৮৬]

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ হিন্দুমন্দির সংস্কারের দাবীতে শুরু হলেও মুসলিমরা যেমন সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তেমনই হিন্দুরাও তাদের সহযোগিতাকে স্বাগত জানান। কোলকাতা খিলাফৎ কমিটি সত্যাগ্রহীদের লক্ষ্যপূরণের জন্য সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ৪ঠা জুলাই মৌলভী আবদুল হামিদ দেওপুরী মির্জাপুর পার্কের এক সভায় বলেন, মন্দির চত্বরে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও মোহন্তকে গদিচ্যুত করতে ও দেশের ধর্মরক্ষার্থে তারা হিন্দুভাইদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। প্রায় ৪০জন স্থানীয় মুসলমান যুবক সত্যাগ্রহে যোগ দেন,যাদের কাজ ছিল জনমত গঠন ও অর্থসংগ্রহ।[৮৭]

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সত্যাগ্রহীদের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাদের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমানে তীর্থযাত্রীরা তাদের ইচ্ছানুসারে প্রণামী দেন, পূর্বের মত জবরদস্তিমূলকভাবে অর্থ আদায় পুরোপুরি বন্ধ। দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসা পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে দুটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

মহিলাদের স্নানের জন্য আলাদা ঘাটও নির্মিত হয়েছে। আগে মোহন্তের জমিতে স্থানীয় বাজার বসলেও সচ্চিদানন্দের ওপর হামলার প্রতিবাদে দোকানদাররা জয়কৃষ্ণ বাবুর বাজারে বসতে থাকেন। ফলে চড়াহারে শুল্কদানের পাশাপাশি মোহন্তের অনুচরদের ন্যায্যমূল্যের থেকে কমদামে জিনিস বিক্রির মত অত্যাচার থেকে তারা মুক্তি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। পরিশেষে কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল- মোহন্ত মন্দির ও জমিদারি পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য, সত্যাগ্রহীদের সময় অনেক বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, যতদ্রুত সম্ভব মোহন্তকে অপসারণ করে জনগণের মনোনীত একটি কমিটিকে মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।[৮৮]

কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বলা হয়,"...মহাবীর দল যে নিষ্পাপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বলা যায়না। কিন্তু তাহারা যে তারকেশ্বরের লোকদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহাবীর দলে অনেক বেশ্যা ও দুরন্ত পুরুষ ভলান্টিয়ার হইয়াছিল। তাহাদের কার্য্যে অনেক লোক অসন্তুষ্ট হওয়াতে কংগ্রেস তারকেশ্বর আন্দোলনের ভারগ্রহণকরেন।

এখন তারকেশ্বরে পাঁচদল ভলান্টিয়ার আছেন।

1) মহাবীর দল। ইহাঁদের সংখ্যা বেশী নয়।কিন্তু ইঁহারাই মোহন্তের গদিতে বসিয়া যাত্রীদের নিকট অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা যাহা সংগ্রহ করেন, তাহা কংগ্রেস আফিসে জমা দেন। কিন্তু কতটাকা জমা দেন, তাহার রসিদ রাখেন না।
2) মন্দির-রক্ষক ভলান্টিয়ার। ইঁহাদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ ও মাদারীপুরের ভলান্টিয়ার। ইঁহাদের সবুজ রং-এর সৈনিক পোষাক।...পাছে হুগলীর জজ আদালতের রিসীভার মন্দির দখল করেন, তাই এই ভলান্টিয়ারগণ মন্দিরের দ্বারে দিনরাত পালা করিয়া পাহারা দিয়া থাকেন।
3) চাঁপদানি সেবা-সমিতি। সত্যাগ্রহীদিগকে লইয়া মোহন্তের বাড়ী দখল করিতে যাওয়া, ধৃত সত্যাগ্রহীর সহিত থানায় যাওয়া এবং থানা হইতে বন্দীদিগকে লইয়া রেলওয়ে স্টেশনে গমন করা ও সহর পরিষ্কার রাখা ইহাদের কার্য্য।...
4) সত্যাগ্রহী। মোহন্তের বাড়ী দখল করিতে যাইয়া জেলে গমন করাই ইহাদের কার্য্য। ইহাদের মধ্যে ভাল লোকের একান্ত অভাব। ইহাদের অধিকাংশ বালক ও অল্পবয়স্ক যুবক। ইহাদের অনেকের গাত্রেই খদ্দর দেখা যায় না। সত্যাগ্রহী অথচ খদ্দরধারী নহে।
5) স্ত্রীলোক ভলান্টিয়ার। সংবাদপত্রে লেখা হয় মহিলা ভলান্টিয়ার। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি বেশ্যা ও বাগ্দী ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক দ্বারা এইদল গঠিত। মন্দিরের দ্বারে দিনরাত বসিয়া থাকা ইহাদের কার্য্য।..."[৮৯]

৩০শে জুন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনের চুঁচুড়া সফরের প্রতিবাদে হুগলীজেলা কংগ্রেস কমিটি হরতাল পালন করে। এই উপলক্ষে হুগলীর এক জনসভায় প্রায় ৩০০জন উপস্থিত হন ও দুর্গাদাস চ্যাটার্জী এক উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দেন।[৯০] গভর্নরের সাথে স্থানীয় প্রশাসকদের মিটিং চলাকালীন তারকেশ্বরের প্রসঙ্গে সরকারকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আবেদন জানালে লর্ড লিটন বলেন, সরকার কখনোই ধর্মীয় বিষয়ে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি, তাই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আবেদন অনাবশ্যক। তারকেশ্বরের ক্ষেত্রে একদল সরল, ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে কিছু স্বার্থপর রাজনীতিবিদ নিজেদের উদ্দেশ্যপূরণের

জন্য ব্যবহার করছেন। ভারতের ইতিহাসে এইধরণের ঘটনা যদিও নতুন কিছুই নয়। মোহন্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সর্বৈবভাবে মিথ্যা। তিনি আদালতকর্তৃক নিযুক্ত রিসিভারকে মন্দির ও পূজার দায়িত্ব হস্তান্তর করতে রাজী আছেন। তারকেশ্বরের ঘটনা হিন্দুসমাজের একদল নীতিহীন রাজনীতিবিদদের বিশাল ধাপ্পাবাজি (colossal hoax) ছাড়া কিছুই না।[৯১]

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মির্জাপুর পার্কের এক জনসভায় দেশবন্ধু বলেন, "বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন চুঁচুড়ায় বক্তৃতাকালে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিনা। জানিনা পাশ্চাত্য রাজনীতির চালবাজীতে সত্যের কতখানি অপমান করিবার সীমানির্দ্দেশ করা আছে, কিন্তু আমি একথা স্বীকার করিবই যে লাটবাহাদুরের বক্তৃতা আমাকে অতিমাত্রায় চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। দেবস্থানে পবিত্রতারক্ষার জন্য হিন্দুদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর যে সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত সেই সত্যাগ্রহই এক "বিকট উপহাস" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং এই বিরাট বিদ্রূপাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠাতা দেশের কতকগুলি অব্যবস্থিতচিত্ত রাজনীতিক।...আমি জানিনা গভর্ণরবাহাদুর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কিম্বা অন্য ধর্ম্মে আস্থাবান- কিন্তু আমি হিন্দু, আমার ধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে এবং আমি আমার সেই ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমার জীবনপাত করিতে প্রস্তুত।..."[৯২] 'প্রবাসী'তে বলা হয়,"... লর্ড লিটন সত্যাগ্রহটাকে ত একটা বিরাট ঠকামি বলিয়াছেন; কিন্তু তারকেশ্বরে এত সশস্ত্র গুন্ডার আবির্ভাব ও অত্যাচার কেন অবাধে হইয়াছিল, তাহার কোন খবর ও কৈফিয়ৎ তিনি লইয়াছিলেন কি? অস্ত্রআইন কি ইহাদের জন্য অভিপ্রেত নহে? গুন্ডামির বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে কিছুই করা হয় নাই বলিতেছি না; কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চয়ই করা হয় নাই।"[৯৩]

এই আন্দোলনে ব্রাহ্মণসভার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে মোহন্তের বিরুদ্ধে তদন্তের পর তিনি অযোগ্য প্রমাণিত হলে আইনের পথে তাকে গদিচ্যুত করা উচিত। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সত্যাগ্রহকে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, জনগণের শান্তির পক্ষে বিপদজনক মনে করতেন।[৯৪] দেশবন্ধু ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্যে বলেন,"কংগ্রেস তারকেশ্বর আন্দোলন-ভার গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণসভা কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কেন? কংগ্রেস কি হিন্দুরও প্রতিষ্ঠান নহে? দেশবাসীর ধর্ম্মের সহিত কংগ্রেসের কি কোনই সম্পর্ক নাই? কংগ্রেস কি হিন্দু ছাড়া? তারকেশ্বরের আন্দোলন-ভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? ব্রাহ্মণসভা বলিয়াছেন আমি হিন্দু নই, হিন্দুর ধর্মান্দোলনের পরিচালনভার গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই। আমি বলিব আমার হিন্দুত্ব মারে কে?...আজ ব্রাহ্মণসভা বা যেকোন হিন্দুপ্রতিষ্ঠান আন্দোলনের ভার গ্রহণ করুন, আমি সানন্দে তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কাজ করিব..."[৯৫]

দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থান থেকে ওঠা অভিযোগগুলি ছিল- তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও মোহন্তপ্রথার অবলুপ্তি চান, প্রজা ও জমিদারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে চান, তার আসল উদ্দেশ্য স্বরাজ্যদলের জন্য অর্থসংগ্রহের পাশাপাশি তারকেশ্বরকে স্বরাজ্যদলের প্রধান সদর দপ্তরে পরিণত করা, তিনি যেহেতু ব্রাহ্ম তাই হিন্দুমন্দিরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। দেশবন্ধু উক্ত অভিযোগুলি অস্বীকার করে বলেন "...I am not a Brahmo, I am a Hindu and I claim to be sincere..."[৯৬]

ব্যাগ্রক্ষত্রিয় নামক অন্ত্যজ শ্রেণী প্রথম থেকেই সত্যাগ্রহে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তারা অর্থসংগ্রহ করেন, সত্যাগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, ব্যাগ্রক্ষত্রিয় মহিলারাও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।সচ্চিদানন্দের সাথে যে মহিলারা কারাবরণ করেন তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রথমদিকে তাদের তারকনাথের মন্দিরে প্রবেশাধিকার থাকলেও, কংগ্রেস সত্যাগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণের পর এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তারা বলপূর্বক সেই অধিকার আদায়ের হুমকি দেন। অবশেষে ‘ভারতবন্ধু’ পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, বিশ্বানন্দ, কংগ্রেসের মধ্যে এক আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৭]

সত্যাগ্রহীরা আগে প্রাসাদের পূর্বদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে কারাবরণ করতেন, ২৪শে জুলাই থেকে কৌশলের সামান্য পরিবর্তন করে দক্ষিণদিকের দরজা দিয়েও প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকেন।[৯৮] ২২শে আগষ্ট ছিল জন্মাষ্টামী। ঐদিন প্রথানুসারে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ প্রাসাদের থেকে মন্দিরে এনে পূজা করা হত। কিন্তু মোহন্তের চেলা বিগ্রহ নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিলে দর্শনার্থীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত রফা হয় চারজন ব্রাহ্মণ বিগ্রহ নিয়ে আসবেন ও সত্যাগ্রহীরা প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করবেন। এসময় সচ্চিদানন্দ ও ৫০০জন স্বেচ্ছাসেবক প্রাসাদের পূর্বদিকের গেটের সামনে জমায়েত করেন। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হন।[৯৯] ‘প্রবাসী’তে বলা হয়,“ভারতবর্ষে বিনা গুলিবর্ষণে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হয়না। সুতরাং তারকেশ্বরেও যে ঐ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এখন কথা উঠিয়াছে, যে, জনতার উপর শুধু বাকশট্ ছোড়া হইয়াছিল না বুলেটও ছোড়া হইয়াছিল...ডাক্তার জে.এম.দাশগুপ্ত অস্ত্রপ্রয়োগে গুলি বাহির করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে বুলেটও ব্যবহৃত হইয়াছিল।...”[১০০]

সত্যাগ্রহ কমিটির সুপারিনটেনডেন্ট সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, এতদিন মন্দিরের পুরোহিত বিগ্রহ নিয়ে গেলেও প্রভাতচন্দ্র গিরির শর্ত দেন এবার কেবল মোহন্তের নিজস্ব পুরোহিতরাই বিগ্রহকে নিয়ে যাবেন। অন্যদিকে সচ্চিদানন্দ গেটের কাছে আসামাত্রই পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে মারতে থাকে। উত্তেজিত জনতার উপর ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া হয় ও গেটের সব আলো বন্ধ করে দিয়ে গুলি চালানো হয়।[১০১] এমনকি সরকারের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাবসম্পন্ন ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকাতেও লেখা হয়,শুক্রবার রাতে তারকেশ্বরের গন্ডগোলের সাথে কংগ্রেসের সম্পর্ক নেই। এর জন্য দায়ী তীর্থযাত্রীরা, যারা মনে করতেন জন্মাষ্টমীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ দর্শন তাদের অধিকার। মোহন্তের চেলা বিগ্রহ নিয়ে যাওয়ায় বাধা দেন, কারণ তার ভয় ছিল বিগ্রহকে উৎসব শেষে প্রাসাদে ফিরিয়ে দেওয়া হবেনা, যা মোহন্তের জন্য অসম্মানজনক হবে। দেবস্থানের তত্ত্বাবধায়ক যদি বিগ্রহ-দর্শনে বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি দেবস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার যোগ্যই নন।[১০২]

দেশবন্ধু পূর্বেই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন- সতীশচন্দ্র গিরির মোহন্ত হওয়ার যোগ্য নন এবং মোহন্তের তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পত্তি শুধুমাত্র দেবসেবা ও তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানেই ব্যবহার হবে। এপ্রসঙ্গে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রথমে পুনরায় জানান উক্ত দুটি বিষয়ের সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন মীমাংসার পক্ষপাতী নন। মোহন্ত ও সত্যাগ্রহ কমিটির মধ্যে রফাসূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে, যা চূড়ান্ত হলেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।[১০৩]

ইতিমধ্যেই সচ্চিদানন্দ কয়েকটি রফাসূত্র উপস্থাপন করেন, যেগুলি হল- সতীশচন্দ্র গিরি, প্রভাতচন্দ্র গিরি তারকেশ্বর ত্যাগ করে চলে যাবেন।,তাদের মাসিকবৃত্তি হিসাবে নির্দিষ্টপরিমাণ অর্থ আজীবন দেওয়া হবে, দেবোত্তর সহ মোহন্তের নামে-বেনামে কেনা সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেবসেবায় নিয়োজিত হবে,

জমিদারির পরিচালনার জন্য ১১জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে, যারমধ্যে ৬জন হুগলীর বাসিন্দা(১জন ব্রাহ্মণ, ১জন জমিদার,১জন বণিক,৩জন জমিদারির প্রজা), বাকিদের মধ্যে ১জন কংগ্রেস-কর্মী,১জন সাংবাদিক,১জন সর্বজনস্বীকৃত নেতা,১জন হিন্দুস্থানী,১জন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকবেন। জমিদারি থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রতি গ্রামে টিউবওয়েল, দাতব্য চিকিৎসালয়,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, তারকেশ্বররে হাসপাতাল নির্মাণ, ধর্মশালায় গরীব তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা, সংস্কৃত টোল স্থাপন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হবে।[১০৪]

সচ্চিদানন্দের মতই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও মনে করতেন, তারকেশ্বর-সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির প্রথম,অপরিহার্য শর্ত হওয়া উচিত সতীশচন্দ্র গিরি বা প্রভাতচন্দ্র গিরি কাউকেই ‘গদি’তে বসতে না দেওয়া। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা মুষ্টিমেয় কিছুজন মোহন্তের সাথে মীমাংসার শর্তাবলী স্থির করতে পারেন না। এমন একটি কমিটি গঠন করতে হবে যেখানে হিন্দুসমাজের প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকবেন, যারা মোহন্তের সাথে মীমাংসা-সূত্রগুলি স্থির করবেন।[১০৫] অন্যদিকে বিশ্বানন্দ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বক্তব্যে জানান রফা-সূত্র সম্পর্কে দেশবন্ধুর প্রতি তিনি পূর্ণ আস্থাশীল, কারণ দেশবন্ধু কখনোই জনস্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিচালনা কমিটির হাতে মোহন্তকে গদিচ্যুত করার অধিকার থাকলে প্রভাতচন্দ্র গিরির মোহন্ত হওয়া নিয়েও তার কোন আপত্তি নেই।[১০৬]

১১ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোয় অনুষ্ঠিত সনাতন ধর্মমন্ডলের দ্বিতীয় মাসিকসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সভায় উপস্থিত সব হিন্দু ভোটদাতারা দেশবন্ধু তথা সত্যাগ্রহ কমিটির সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে মোহন্তের পদে বসানোর সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাবেন, কারণ তাঁকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের অধীনে কাজ করতে হবে যা হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত সন্ন্যাস আশ্রমের উপর সরাসরি আক্রমণের সমতুল্য।[১০৭]

১৯২২ সালে ধরণীধর সিংহরায় সহ ৭জন সতীশচন্দ্র গিরিকে মোহন্তপদ থেকে অপসারণের জন্য চুঁচুড়া আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। পরে ব্রাহ্মণসভার কয়েকজন সদস্য বাদীপক্ষ হিসাবে যোগ দেন। এসময় পূর্বতন মামলাকারী ও সতীশচন্দ্র গিরি মামলাটি মিটিয়ে নিতে উদ্যোগী হলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি রফা-সূত্র স্থির হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর মামলার মীমাংসা-সংক্রান্ত দরখাস্ত আদালতে পেশ করার কথা ছিল। জেলা জজের সামনে দরখাস্তটির কিছু বিষয় খতিয়ে দেখতে দেশবন্ধু চুঁচুড়ায় আসেন। তিনি বলেন মামলার মীমাংসা-সংক্রান্ত রফা-সূত্রগুলির সাথে সত্যাগ্রহের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণ তার প্রস্তাবিত রফা-সূত্রগুলি মানতে না চাইলে সত্যাগ্রহ চালিয়ে যেতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তিনি আন্দোলন থেকে সরে যাবেন,কারণ অনির্দিষ্টকাল ধরে সত্যাগ্রহ চলতে পারেনা ও মীমাংসার জন্য এর থেকে ভাল রফা-সূত্র হতে পারেনা।[১০৮]

দেশবন্ধুর রফা-সূত্রগুলি ছিল- সতীশচন্দ্র গিরি পদত্যাগ করবেন ও প্রভাতচন্দ্র গিরি হবেন পরবর্তী মোহন্ত, তিনি একটি কমিটির অধীনে থাকবেন যেটি প্রয়োজনে মোহন্তকে গদিচ্যুতও করতে পারবে, মোট ত্রিশহাজার বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তি এবং ভক্তদের প্রণামী বাবদ প্রদত্ত অর্থ,যার পরিমাণ বছরে ত্রিশহাজারের দ্বিগুণ- মন্দিরের নিত্যপূজা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য কমিটিকে ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হবে, অন্যদিকে বার্ষিক ২৫ থেকে ৩২হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট সম্পত্তি মোহন্ত ও তার উত্তরাধিকারীদের ভরণ-পোষণের জন্য দেওয়া হবে, প্রভাতচন্দ্র গিরি ও তার উত্তরাধিকারীরা কমিটির নির্দেশ

বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবেন, মন্দির,প্রাসাদ জনগণের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে ও কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকবে, প্রভাতচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে কোন অত্যাচারের বা জুলুমের অভিযোগ উঠলে কমিটি তৎক্ষণাৎ তাকে দেওয়া সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিতে পারবে, পুণ্যার্থীরা লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করতে ও পুজো দিতে পারবেন।[১০৯]

যারা রফা-সূত্রগুলির বিরোধিতা করেন তাদের মূল আপত্তি ছিল চতুর্থ শর্তটি নিয়ে। কারণ তারকেশ্বরের সম্পত্তি সর্বদা দেবোত্তর বলে দাবী করা হয়েছিল। রফা-সূত্র অনুসারে এই সম্পত্তির একাংশ মোহন্তকে দেওয়া হবে, যার বাৎসরিক আয় ২৫হাজার বা তার বেশী। মোহন্ত একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করেন, তার কোনও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকতে পারেনা। সত্যাগ্রহ চলাকালীন সম্পত্তি ও প্রাসাদের উপর মোহন্তের মালিকানার বিরুদ্ধে এই যুক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। দেশবন্ধুর রফা-সূত্রে এই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণসভার প্রস্তাবিত শর্তগুলি ছিল- জনগণের লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ দর্শনের অধিকার থাকলেও তার নিত্যসেবা শাস্ত্রানুসারেই করতে হবে, সতীশচন্দ্র গিরি বা প্রভাতচন্দ্র গিরি কেউই প্রাসাদে বসবাস করতে পারবেন না,কারণ এটি দেবোত্তর সম্পত্তি, প্রথম পরিচালনা কমিটির সদস্য হবেন- মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং, অনিলবরণ রায়, প্রভাতচন্দ্র গিরি, রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সাতকড়িপতি রায়, মনোহর দে, মনোমোহন ভট্টাচার্য, শিবশেখরেশ্বর রায়, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মদনমোহন বর্মণ, মধ্যস্থতাকারী কমিটির সদস্য হবেন ব্রাহ্মণসভার প্রতিনিধি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মদনমোহন মালব্য, চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবসেবা কমিটির সদস্য হবেন- নির্বাচিত মোহন্ত, পঞ্চানন তর্কশাস্ত্রী, শরৎ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বটুকেশ্বর মুখার্জী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, তারকনাথ মুখার্জী, সীতারাম বেদান্তশাস্ত্রী, দেবসেবা কমিটির হাতে থাকবে নিত্যসেবা, চতুষ্পাঠীর পরিচালনা, বিশেষ উৎসবে আগত তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, প্রতিবছরের শুরুতে দেবসেবা কমিটি আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব পরিচালনা কমিটির কাছে পেশ করবে, বছর শেষে পরিচালনা কমিটির নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক জমা-খরচের হিসাব পরীক্ষা করে দেখবেন, সতীশচন্দ্র গিরি ও প্রভাতচন্দ্র গিরির বদলে এক সৎচরিত্র সম্পন্ন তরুণ ব্রহ্মচারীকে মোহন্ত পদে নিয়োগ করতে হবে।[১১০]

সত্যাগ্রহের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বর দেশবন্ধু তারকেশ্বরে আসেন। ওইদিন প্রাসাদের সামনে থেকে পুলিশ প্রহরা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দেশবন্ধুকে নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হল। অন্যদিনের মত ২০জন স্বেচ্ছাসেবক প্রথমে প্রাসাদে প্রবেশ করলেও কেউ তাদের বাধা দিলেন না। তাদের পিছনে পাঁচহাজার পুরুষ ও মহিলা প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। প্রথমে দেশবন্ধু প্রাসাদের প্রাঙ্গণে সভা করবেন স্থির থাকলেও বিপুল জনসমাগমের কারণে প্রাসাদের সামনের মাঠে সভা অনুষ্ঠিত হল। যেখানে সতীশচন্দ্র গিরি বলেন-"Repeated illness has made weak both in body and brain. So I am going to abdicate in favour of Pravat Giri, whom I am leaving entirely in the hands of the committee. Pravat Giri will strictly follow the instructions of the committee as well as of Mr.Chittaranjan Das, who is my patron and supporter at present. Man is made up of good and evil and it is not strange that there is defect in me. So if I have done any wrong either consciously or unconsciously the public will pardon me."

প্রভাতচন্দ্র গিরি দেশবন্ধুর হাতে প্রাসাদের চাবি তুলে দিয়ে বলেন,“আজ থেকে আমার গুরু পরম পূজনীয় শ্রী সতীশচন্দ্র গিরি আমার উপর এক গুরুভার অর্পণ করলেন। আজকের পর থেকে আমার গুরুর আদেশানুসারে কমিটির সাথে আলোচনা করে সর্বদা কাজ করার চেষ্টা করব।” দেশবন্ধু জানান সত্যাগ্রহ কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রাসাদ প্রভাত গিরির দায়িত্বে থাকবে। তিনি বলেন, “আজ থেকে মন্দির ও জমিদারির পরিচালনা সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ের জন্য আমি দায়ী থাকব। যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটে তাহলে তার দায় আমার হবে। আশা করব এবার থেকে প্রভাত গিরি কমিটির নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন।”[১১১]

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হলেও বিভিন্ন পক্ষ বিশেষত ব্রাহ্মণসভা রফা-সূত্রগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আগেই বলা হয়েছে ১৯২২সালে সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের হয়েছিল। ১৯২৪-র ২৩শে আগস্ট ব্রাহ্মণসভার তিনজন সদস্যের উক্ত মামলায় বাদীপক্ষ হিসাবে যোগদানের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। এই তিনজন ১লা নভেম্বর মোহন্তের সব সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য রিসিভার নিয়োগের আবেদন জানান। সেইমত অমূল্যচরণ ভাদুড়িকে রিসিভার নিয়োগ করা হয়। এমতাবস্থায় সত্যাগ্রহীরা ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, কারণ রিসিভার দায়িত্ব গ্রহণ করলে মন্দির পরিচালনায় সত্যাগ্রহীদের কোন ভূমিকাই থাকবে না। তাছাড়া পূর্বে একজন রিসিভার নিয়োগ করা হলেও সত্যাগ্রহীরা তাকে দায়িত্বগ্রহণ করতে দেয়নি, কারণ তিনি জনগণ কর্তৃক মনোনীত ছিলেন না। সত্যাগ্রহের অন্যতম উদ্যোক্তা দেশবন্ধুও প্রয়াত হয়েছিলেন। রিসিভারকে দায়িত্ব গ্রহণ বাধাদানের জন্য নতুন করে সত্যাগ্রহ শুরু করার মত অর্থ ও লোকবলও ছিল না।

এইসময় গান্ধীজী কোলকাতায় ছিলেন। তিনি সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে বলেন- রিসিভারকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধাদান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। মোহন্ত বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে মোহন্তের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল ২টি- প্রথমত মোহন্তের অত্যাচারের প্রতিবিধান করা ও দ্বিতীয়ত লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে জনগণের প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করা। বর্তমানের আদালতের রায়ের সাথে এই দুই বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। “...The Satyagrahis' duty will, therefore, be to hand [over], on demand, the possession to the Receiver. It will be time to reconsider the position when and if abuses creep in. It does not matter who become trustees of the Temple so long as there is a public trust properly managed. If the plaintiffs collude with the mohunt, it will be again a matter for consideration as to what the Satyagrahis should do...”[১১২]

রিসিভার ১৯২৫ সালের ৭ই জুলাই দায়িত্বগ্রহণ করেন। ৯ই জুলাই সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের সংবাদ প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদক গান্ধীজীর পরামর্শ মেনে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন,“সত্যাগ্রহ কমিটি মন্দির থেকে সব অত্যাচার, দুর্নীতির অবসান ঘটাতে, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে জনগণের প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভোগ,নিত্যপূজা,তীর্থযাত্রীদের সব বিষয় পরিচালনা শাস্ত্রসম্মতভাবেই করা হয়েছে এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও এতে সন্তুষ্ট। সুতরাং সত্যাগ্রহ যে উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল তা অর্জিত হয়েছে বলা যেতে পারে।”[১১৩]

সত্যাগ্রহ পরবর্তীকালে তারকেশ্বর মন্দির পরিচালনায় সত্যাগ্রহ কমিটি যে সত্যই সফল হয়েছিলেন তা নিম্নে উল্লিখিত একটি চিঠি থেকে প্রমাণিত হয়। ১৯২৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারকেশ্বরের অন্যতম বড়

উৎসব শিবরাত্রি উপলক্ষে সত্যাগ্রহ কমিটির ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে জনৈক নগেন্দ্রনাথ মুখার্জী লেখেন, “Shibaratri at Tarakeswar will be celebrated in a befitting manner. There will be Niogi's bioscope show on Saturday and Mukunda Das's Jatra on Sunday. The whole town will be adequately lighted. Perfect sanitary arrangements have been made. 150 jalas have been reserved for keeping pure drinking water. There are 50 medical volunteers under the captainship of Dr. Dasgupta and Ashu Das. His holiness Swami Bholanandgiri has arrived. He has been highly satisfied with the Satyagraha arrangement.”[১১৪]

তথ্যসূত্র:

1) R.C.Majumdar, *History Of The Freedom Movement In India,* vol-3, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta,1963,পৃষ্ঠা-৮।
2) *The Bengalee,* 19.6.1924,পৃষ্ঠা-৪।
3) *The Collected Works Of Mahatma Gandhi,* vol-27,পৃষ্ঠা-২৩৮।
4) R.C.Majumdar, *History of the Freedom Movement in India,* vol-3, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1963, পৃষ্ঠা-৮।
5) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-২০।
6) সতীশ গিরি মোহন্ত প্রণীত *তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব,* সটীক সম্পাদনা শিবেন্দু মান্না, জয়শ্রী প্রেস,পৃষ্ঠা-১৯৮।
7) Tanika Sarkar, *Hindu Wife Hindu Nation:community, religion and cultural nationalism,* Permanent Black, Delhi,2003, পৃষ্ঠা-৫৯।
8) Prafulla Chakraborty, *Social Profile of Tarakeswar : study of a pilgrim town in WestBengal,* Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1984, পৃষ্ঠা-২২।
9) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৫২-৫৫।
10) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৮।
11) অতুল্য ঘোষ,*কষ্টকল্পিত,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭১,পৃষ্ঠা-২৮৪।
12) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯।
13) J.H.Broomfield, *Elite Conflict In A Plural Society:Twentieth century Bengal,* University of California Press, 1968, পৃষ্ঠা- ১৪৭।
14) Saumen Mandal, *Tarakeswar Satyagraha :A Historical Event Revisited,* Indian History Congress, 74th session, 2013, পৃষ্ঠা-৫৪৬।)
15) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৫১-৫২।

16) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta,1977,পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪।
17) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।
18) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,কলিকাতা, ১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৪৪-৪৬।
19) অপ্রকাশিত PhD থিসিস,Soumyajyoti Chakraborty, *Socio-economic changes in a religious complex a case study of tarakeswar,* Burdwan university, 2002, পৃষ্ঠা-১২৩।
20) *Forward*, 8.4.1924, পৃষ্ঠা-৪।
21) *Forward*, 10.4.1924,পৃষ্ঠা-৫।
22) *Forward*, 10.4.1924, পৃষ্ঠা-৫।
23) *Forward*, 11.4.1924,পৃষ্ঠা-৩।
24) *Forward*, 23.4.1924, পৃষ্ঠা-৮।
25) *Forward*, 9.4.1924,পৃষ্ঠা-৪।
26) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৬৪।
27) *Forward*, 9.4.1924,পৃষ্ঠা-৪।
28) *প্রবাসী*,২৪শ ভাগ,১ম খন্ড, বৈশাখ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-১৪৫।
29) *Forward*, 10.4.1924, পৃষ্ঠা-৫।
30) *Forward*, 12.4.1924, পৃষ্ঠা-৪।
31) *Forward*, 17.4.1924, পৃষ্ঠা-৬।
32) *Forward*, 16.4.1924, পৃষ্ঠা-৫।
33) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৮৩।
34) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta, 1977, পৃষ্ঠা-৮৫।
35) *প্রবাসী,*২৪শ ভাগ,প্রথম খণ্ড,আষাঢ়,১৩৩১,পৃষ্ঠা-৪০৫-৪০৬।
36) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta, 1977, পৃষ্ঠা-৮৬।
37) *The Bengalee,* 22.4.1924, পৃষ্ঠা-৪।
38) *Forward*, 24.4.1924, পৃষ্ঠা-৬।
39) গৌতম কুমার দে, *হুগলী জেলার গণ-আন্দোলন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০৪, পৃষ্ঠা-২৩।
40) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৬৮।

41) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta, 1977, পৃষ্ঠা-১০৩।
42) *The Bengalee,* 23.4.1924, পৃষ্ঠা-৪।
43) *Forward, 27*.4.1924, পৃষ্ঠা-১২।
44) *Forward,* 29.4.1924, পৃষ্ঠা-৬।
45) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta, 1977, পৃষ্ঠা ৮৭।
46) *Forward,* 30.4.1924, পৃষ্ঠা-৭।
47) *Forward,* 30.4.1924, পৃষ্ঠা-৮।
48) *The Bengalee,* 6.5.1924, পৃষ্ঠা-৩।
49) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,কলকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৭৩।
50) *The Bengalee,* 9.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
51) *The Bengalee,* 17.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
52) *The Bengalee,* 18.5.1924, পৃষ্ঠা-৩।
53) মানব মণ্ডল, *প্রসঙ্গ তারকেশ্বর,* বইচই পাবলিকেশন,কলকাতা,২০২১, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩।
54) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, *কাজী নজরুল,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, ১৩৬২, পৃষ্ঠা-৯০-৯৩।
55) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা- ৮৯-৯০।
56) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫।
57) গৌতম কুমার দে, *হুগলী জেলার গণ-আন্দোলন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০৪, পৃষ্ঠা-২০।
58) *ভারতী,* ৪৮শ বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা,জ্যৈষ্ঠ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-২৩৬।
59) *The Bengalee,* 20.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
60) *The Bengalee,* 21.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
61) *The Bengalee,* 22.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
62) *The Bengalee,* 23.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
63) *The Collected Works Of Mahatma Gandhi,* vol-28, পৃষ্ঠা-৮৮।
64) *ভারতী,* ৪৮শ বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা,জ্যৈষ্ঠ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-২৩৭।
65) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৮।
66) *The Bengalee,* 27.5.1924, পৃষ্ঠা-৩।
67) *The Bengalee,* 29.5.1924, পৃষ্ঠা-৩।
68) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম,* কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৫৯-৬০।

69) *The Bengalee*, 22.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
70) *The Bengalee*, 31.5.1924, পৃষ্ঠা-৪।
71) *The Bengalee*, 6.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
72) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT. LTD, Calcutta, 1977, পৃষ্ঠা-১১১।
73) অপ্রকাশিত PhD থিসিস,Soumyajyoti Chakraborty, *Socio-economic changes in a religious complex a case study of tarakeswar,* Burdwan university, 2002, পৃষ্ঠা-১২৩।
74) *The Bengalee*, 12.6.1924, পৃষ্ঠা-৪।
75) *The Bengalee*, 13.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
76) *The Bengalee*, 15.6.1924, পৃষ্ঠা-৬।
77) *The Bengalee*, 19.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
78) গৌতম কুমার দে, *হুগলী জেলার গণ-আন্দোলন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০৪, পৃষ্ঠা-২৪।
79) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
80) *The Bengalee*, 21.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
81) *The Bengalee*, 12.8.1924, পৃষ্ঠা-৩।
82) *The Bengalee*, 22.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
83) *কাজের লোক,* Vol.XVIII, NO.6,১৮শ বর্ষ,৬ষ্ঠ সংখ্যা,জুন,1924, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪।
84) *The Bengalee*, 19.6.1924, পৃষ্ঠা-৫-৬।
85) *The Bengalee*, 22.6.1924, পৃষ্ঠা-৫।
86) *প্রবাসী,* ২৪শ ভাগ,প্রথম খণ্ড,শ্রাবণ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-৫৬০-৫৬১।
87) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD, Calcutta,1977, পৃষ্ঠা-১১০-১১১।
88) *The Bengalee*, 19.7.1924, পৃষ্ঠা-৫।
89) *প্রবাসী,* ২৪শ ভাগ,প্রথম খণ্ড,শ্রাবণ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-৫৬৯-৫৭০।
90) গৌতম কুমার দে, *হুগলী জেলার গণ-আন্দোলন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫।
91) *The Bengalee*, 1.7.1924, পৃষ্ঠা-৬।
92) সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত, *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,২য় সংস্করণ,* রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়,কলিকাতা,১৯৪২, পৃষ্ঠা-১৩২।
93) *প্রবাসী,* ২৪শ ভাগ, প্রথম খণ্ড,শ্রাবণ,১৩৩১,পৃষ্ঠা-৫৬০।
94) *The Bengalee*, 20.7.1924, পৃষ্ঠা-৪।
95) মণীন্দ্র দত্ত, হারাধন দত্ত সম্পাদিত *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র,* তুলি-কলম,কলকাতা,১৩৬৪, পৃষ্ঠা-২১২।
96) *The Bengalee*, 20.7.1924, পৃষ্ঠা-৬।

97) *The Bengalee*, 3.8.1924, পৃষ্ঠা-৩।

98) *The Bengalee*, 25.7.1924, পৃষ্ঠা-৩।

99) *The Bengalee*, 24.8.1924, পৃষ্ঠা-৫।

100) *প্রবাসী,* ২৪শ ভাগ, প্রথম খণ্ড,আশ্বিন,১৩৩১,পৃষ্ঠা-৮৪৮।

101) *The Bengalee*, 26.8.1924, পৃষ্ঠা-৩।

102) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD,Calcutta,1977, পৃষ্ঠা-১১০-১১১।

103) *The Bengalee*, 9.9.1924, পৃষ্ঠা-৪।

104) *The Bengalee*, 9.9.1924, পৃষ্ঠা-৬।

105) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD,Calcutta,1977, পৃষ্ঠা-১০০।

106) *The Bengalee*, 11.9.1924, পৃষ্ঠা-৩।

107) *The Bengalee*, 13.9.1924, পৃষ্ঠা-৩।

108) *The Bengalee*, 20.9.1924, পৃষ্ঠা-৪।

109) *The Bengalee*, 20.9.1924, পৃষ্ঠা-৬।

110) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD,Calcutta,1977, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭।

111) *The Bengalee*, 25.9.1924, পৃষ্ঠা-৫।

112) *The Collected Works Of Mahatma Gandhi*, vol-32, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০।

113) Buddhadeva bhattacharyya, *Satyagrahas In Bengal: 1921-39,* Minarva Associates (Publications) PVT.LTD,Calcutta,1977, পৃষ্ঠা-১০২।

114) *The Bengalee*, 21.2.1925, পৃষ্ঠা-৬।